জেলা সংবাদ -এর পর্দায়
COMING SOON
হ্যালো উকিল বাবু
নজর রাখুন
সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে LIVE PROGRAM - এ অংশ গ্রহনে আগ্রহী আইনজীবী
নাম/ঠিকানা/ফোন নং আমাদের 7047030922 Whatsapp করুন।
প্রয়োজনে কথা বলুন ঃ 9883518633
Follow US on Subscribe US on www.zillasdngbad.com

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 07 ❑ Issue 37 ❑ 30Nov., 2023 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
যশোহর রোড • বনগাঁ
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
M : 9733901247

ফের ভুয়ো শংসাপত্রের হদিশ বনগাঁয়

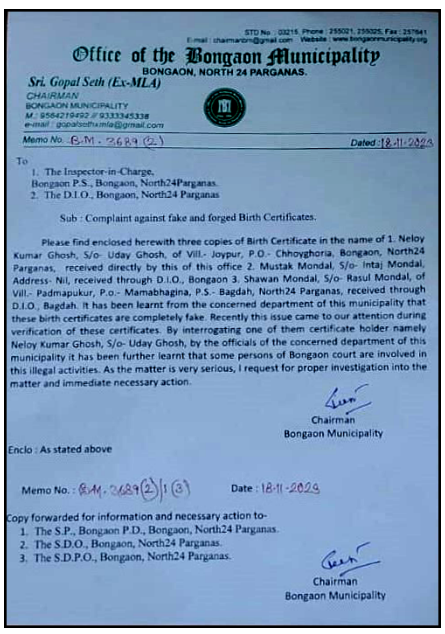

প্রতিনিধি ঃ ফের জাল জন্ম শংসাপত্রের হদিস পেল বনগাঁ পৌরসভা। এ বিষয়ে পৌর প্রধান গোপাল শেঠ বনগাঁ থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগে

STD No : 03215, Phone : 255021, 255025, Fax : 257641
E-mail : chairmanbm@gmail.com Website : www.bongaonmunicipality.org

Office of the Bongaon Municipality
BONGAON, NORTH 24 PARGANAS.

Sri. Gopal Seth (Ex-MLA)
CHAIRMAN
BONGAON MUNICIPALITY
M : 9564219492 // 9333345338
e-mail : gopalsethwmla@gmail.com

Memo No. B.M. 3689 (2) Dated : 18-11-2023

To
1. The Inspector-in-Charge, Bongaon P.S., Bongaon, North24Parganas.
2. The D.I.O., Bongaon, North24 Parganas

Sub : Complaint against fake and forged Birth Certificates.

Please find enclosed herewith three copies of Birth Certificate in the name of 1. Neloy Kumar Ghosh, S/o- Uday Ghosh, of Vill.- Joypur, P.O.- Chhoyghoria, Bongaon, North24 Parganas, received directly by this of this office 2. Mustak Mondal, S/o- Intaj Mondal, Address- Nil, received through D.I.O., Bongaon 3. Shawan Mondal, S/o- Rasul Mondal, of Vill.- Padmapukur, P.o.- Mamabhagina, P.S.- Bagdah, North24 Parganas, received through D.I.O., Bagdah. It has been learnt from the concerned department of this municipality that these birth certificates are completely fake. Recently this issue came to our attention during verification of these certificates. By interrogating one of them certificate holder namely Neloy Kumar Ghosh, S/o- Uday Ghosh, by the officials of the concerned department of this municipality it has been further learnt that some persons of Bongaon court are involved in this illegal activities. As the matter is very serious, I request for proper investigation into the matter and immediate necessary action.

Chairman
Bongaon Municipality

Enclo : As stated above

Memo No. : B.M. 3689(2)/1(3) Date : 18-11-2023

Copy forwarded for information and necessary action to-
1. The S.P., Bongaon P.D., Bongaon, North24 Parganas.
2. The S.D.O., Bongaon, North24 Parganas.
3. The S.D.P.O., Bongaon, North24 Parganas.

Chairman
Bongaon Municipality

তিনি জানিয়েছেন, 'গাইঘাটার আঙুল কাটা এলাকার সূরাজ দাস নামে এক ব্যক্তির জন্ম শংসাপত্র আমাদের কাছে ভেরিফিকেশনের জন্য পাঠানো হয়েছিল। আমরা ভেরিফিকেশন করতে গিয়ে দেখতে পাই সার্টিফিকেটটি জাল। সেখানে অশোক স্তম্ভ থেকে আরম্ভ করে সবকিছুই নকল করা হয়েছে। আমরা থানায় অভিযোগ জানিয়েছি।

প্রসঙ্গত, দিন কয়েক আগে তিনজনের জাল জন্ম শংসাপত্রের

BIRTH CERTIFICATE
Bongaon Municipality

হদিস পেয়েছিল বনগাঁ পৌর কর্তৃপক্ষ। তখনই চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ বনগাঁ থানায় অভিযোগ জানিয়েছিল। যদিও সেই ঘটনায় এখনো কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। গোপাল শেঠ বলেন ' ভুয়ো জন্ম শংসাপত্র তৈরীর একটি র‍্যাকেট কাজ করছে। আমাদের দায়িত্ব ভুয়ো জন্ম শংসাপত্র শনাক্ত করে পুলিশকে জানানো। তদন্তের কাজ করবে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে।

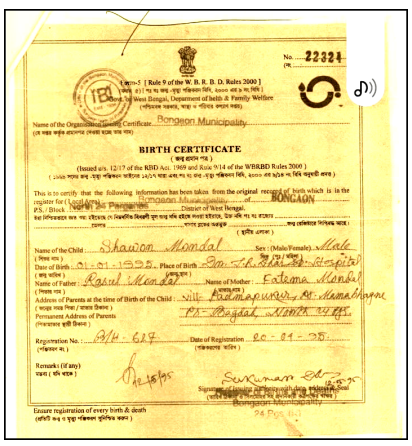

স্থানীয়রা জানিয়েছে, 'সীমান্ত শহর বনগাঁতে রমরমিয়ে চলছে জাল জন্ম শংসাপত্র তৈরীর কারবার। অভিযোগ, বনগাঁ মহকুমা আদালত সংলগ্ন এলাকায় এই চক্রের লোকজন আছে। একাংশের মুহুরি ও আইনজীবীদের মদতেই তৈরি করা হচ্ছে জাল সার্টিফিকেট। উদাসীন প্রশাসন। গোপাল শেঠ বলেন, ' প্রথমে জন্ম শংসাপত্র তৈরি করা হচ্ছে। সেই কাগজ দেখিয়ে পরবর্তীতে পাসপোর্ট সহ বিভিন্ন নথিপত্রের জন্য আবেদন করা হচ্ছে।

এ বিষয়ে বনগাঁ উত্তরের বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া বলেন, 'যেখানে বারাসাত সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান রত্না বিশ্বাস মন্তব্য করছেন, বাংলাদেশীদের ভোটার কার্ড তৈরির ক্ষেত্রে জাকির হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য সেখানে গোপাল শেঠ নামমাত্র। তৃণমূলের নেতা-নেত্রীরা দেশের জন্য বিপদজনক।'

ভুয়ো জাতি শংসাপত্র তৈরি বন্ধ, নিঃশর্ত নাগরিকত্বের দাবি সহ ৯ দফা দাবিতে স্মারকলিপি মতুয়াদের, কটাক্ষ বিজেপির

প্রতিনিধি ঃ দিন কয়েক আগে ভুয়ো জন্ম শংসাপত্র তৈরি চক্রের হদিস পেয়ে বনগাঁ থানায় লিখিত অভিযোগও করেছেন বনগাঁর পুরপ্রধান গোপাল শেঠ। জাল কাষ্ট সার্টিফিকেট নিয়ে সরব হল অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘ। শুক্রবার সারা ভারত মতুয়া মহা সংঘের বনগাঁ মহকুমা কমিটির পক্ষ থেকে শতাধিক মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ বনগাঁ ১ নম্বর গেট থেকে মিছিল করে এসে বনগাঁ মহকুমা শাসকের কাছে ৯ দফা দাবিতে একটি স্মারকলিপি জমা দিল। তাদের দাবি, ভুয়ো জাতিগত শংসাপত্র তৈরি হচ্ছে। বঞ্চিত হচ্ছেন প্রকৃত প্রাপকেরা। পাশাপাশি এদিন মতুয়ারা নিঃশর্ত নাগরিকত্বের দাবি তোলে ও কেন্দ্র সরকারের ইডব্লিউএস আইনের বিরুদ্ধেও সোচ্চার হয়। ইন্ডিয়া মতুয়া মহা সংঘের সম্পাদক প্রসেনজিৎ বিশ্বাস বলেন, ভুয়ো কাস্ট সার্টিফিকেট তৈরি করে কিছু মানুষ চাকরির ক্ষেত্রে সুবিধা নিচ্ছে। জনপ্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে এখন অনেক জায়গাতে সংরক্ষণ রয়েছে। অনেক মানুষই ভুয়ো তপশিলি শংসাপত্র বার করে জনপ্রতিনিধি হয়ে সুবিধা নিচ্ছেন। অনেকেই শংসাপত্র বার করার চেষ্টা করছে। আমাদের কাছে বেশ কিছু প্রমাণও রয়েছে। তারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে এবং ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে আজকে আমরা মহকুমা শাসকের কাছে ৯ দফা দাবিতে স্মারকলিপি জমা দিলাম। এ বিষয়ে বিজেপির বনগাঁ সংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবদাস মন্ডল বলেন, 'যারা আজকে মিছিল করছে তারা তৃণমূল। সরকারটা কাদের। সরকারটাই তো জাল। এরা নিজেরাই জাল করবে আবার নিজেরাই আন্দোলন করবে।'

ভোটার তালিকায় নাম নথিভূক্তকরণের আহ্বান নির্বাচন দফ্তরের

নীরেশ ভৌমিক ঃ ভারতবর্ষ বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ। দেশের গণতন্ত্রকে আরোও শক্তিশালী করে তুলতে ভোটার সংখ্যাও বৃদ্ধি করতে হবে। ১৮ উর্দ্ধ সকল যুবক যুবক যুবতীদের নাম ভোটার তালিকায় অর্ন্তভূক্ত করতে হবে। সেই লক্ষ্যেই গত ১নভেম্বর থেকে সারা দেশে শুরু হয়েছে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন ও নাম নথিভূক্তকরণ কর্মসূচী। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের ব্যবস্থাপনায় এরাজ্যেও চলছে এই কর্মসূচী। চলবে

চতুর্থ পাতায়...

মতুয়া কার্ড নাগরিকত্বের প্রমাণ হতে পারে না— বিজেপি বিধায়ক

জয় চক্রবর্তী ঃ রাস উৎসব উপলক্ষে রবিবার গাইঘাটায় মতুয়া ঠাকুরবাড়িতে এসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয়কুমার মিশ্র বলেছিলেন, অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের সঙ্ঘাধিপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্ত নু ঠাকুরের দেওয়া কার্ড নিয়ে মতুয়ারা সারা দেশে নির্ভয়ে যাতায়াত করতে পারবেন। যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। এ বার বিজেপিরই বিধায়ক অসীম সরকার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর মন্তব্যের বিরোধিতা করলেন। তিনি বলেন, মতুয়া কার্ড হিন্দুত্বের প্রমাণপত্র হতে পারে। নাগরিকত্বের নয়। আমি রাজনীতি করতে এসে ভাঁওতা দিই না কখনও। সব মিলিয়ে রাজ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহের সভার আগেই বিজেপির মধ্যে অনৈক্যের ছবিটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। সরগরম হয়ে উঠলো রাজনীতি। তৃণমূলের দাবি ছিল, লোকসভা ভোটের আগে ভাঁওতা দিতে বিজেপি মন্ত্রীরা আসরে নেমে পড়েছেন।

সোমবার হরিণঘাটার বিধায়ক অসীম সরকার গিয়েছিলেন বাগদার হেলেঞ্চায়। সেখানে তিনি দলের উদ্বাস্তু সেলের সভায় যোগ দেন। সেখানে তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর মন্তব্যের বিরোধিতা করে বলেন, "মতুয়া কার্ড হিন্দুত্বের প্রমাণপত্র হতে পারে। নাগরিকত্বের নয়। আমি রাজনীতি করতে

ফের নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর

প্রতিনিধি ঃ লোকসভা ভোটের আগে বিজেপির নেতা মন্ত্রীদের মুখে আবারও মতুয়াদের নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রসঙ্গ ঘুরে ফিরে আসছে। রবিবার ঠাকুরনগরে মতুয়া ঠাকুর বাড়িতে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয় কুমার মিশ্র। ঠাকুরবাড়িতে আয়োজিত রাস উৎসবে তিনি যোগদান করেন। পরে হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরের মন্দিরে পুজো দেন। পরে তিনি বলেন, 'মতুয়াদের নাগরিকত্ব দেওয়ার জন্য নিয়ম কানুন তৈরি হচ্ছে। কিছু অসুবিধা তৈরি হয়েছে, সেগুলো আমরা কাটিয়ে ফেলছি। তাছাড়া নাগরিকত্ব আইনকে সুপ্রিম কোর্টে চ্যালেঞ্জ করাও হয়েছে। আগামী ৬ ডিসেম্বর সুপ্রিমকোর্ট-এ বিষয়ে শুনানি আছে। আমরা চেষ্টা করছি, সুপ্রিম কোর্টেও এই সমস্যার দ্রুত সমাধান করে ফেলার।

মন্ত্রী এদিন উপস্থিত মতুয়াদের অভয় দিয়ে বলেন, 'আপনারা শীঘ্রই নাগরিকত্ব পাবেন। আপনারা তো নাগরিকই। আপনাদের সঙ্গে শান্তনু ঠাকুর আছে। আমিও আপনাদের পাশে দাঁড়িয়ে আছি। মন্ত্রী মতুয়াদের প্রসঙ্গে এদিন আরো বলেন, 'শুনেছি মতুয়ারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় যেতে ভয় পান। কারন তারা নাগরিকত্ব পাননি। এ কারণে আধার কার্ড, আয়ুস্মান কার্ডও নেই। তবে এখন আঙুল উঁচু করে আপনারা সব জায়গায় যাবেন। মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপ্রতি শান্তনু ঠাকুর

তৃতীয় পাতায়...

ট্রাকের ধাক্কায় মৃত

প্রতিনিধি ঃ বালি বোঝাই বেপরোয়া ধাক্কায় মৃত্যু হল এক স্কুটি চালকের মৃত্যুর ঘটনায় বিক্ষোভ দেখালো স্থানীয় বাসিন্দারা। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার চাঁদা পাঁচ মাইল এলাকায় বনগাঁ বাগদা সড়কে।

এই ঘটনায় বেশ কিছু সময় যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় সড়ক দিয়ে। খবর পেয়ে বনগাঁ থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেহটি উদ্ধার করে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম গোপাল বিশ্বাস ৩১। বাড়ি বাগদা থানার বেয়াড়া গ্রামে। স্থানীয়রা জানিয়েছে,এদিন সকালে গাড়াপোতার দিক থেকে বনগাঁর দিকে

তৃতীয় পাতায়...

ব্ল্যাকমেইলের অভিযোগে ধৃত যুবক

প্রতিনিধিঃ ফেসবুক প্রোফাইলে অন্যের ছবি দিয়ে সিআইএসএফ জওয়ান পরিচয় দিয়ে এক কলেজ ছাত্রীর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি করেছিল যুবক। পরে যুবক ওই কলেজ ছাত্রীকে বিয়ে করতে চাইলে তার বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা বলতে চায় যুবতীর পরিবার। তাতেই ক্ষুদ্ধ হয়ে যুবতীর নগ্ন ছবি বিভিন্ন অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দিয়েছিল ওই যুবক। যুবতী সাইবারক্রাইম থানায় অভিযোগ করাতে ঐ যুবককে গ্রেফতার করলো বনগাঁ সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ।

তৃতীয় পাতায়...

ঋতু মেঘা হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট
আবাসিক ।। শীততাপ (AC) নিয়ন্ত্রিত।
এখানে চাইনিজ ফুড সহ বিভিন্ন খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে।

২৪ ঘন্টাই খোলা
চাঁদপাড়া দেবীপুরস্থিত যশোর রোড সংলগ্ন কৃষি মান্ডির পাশে।
চাঁদপাড়া, গাইঘাটা, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।
Shifting Time সকাল ১০টা থেকে পরের দিন সকাল ১০টা।
যোগাযোগ: 9332224120, 6295316907, 8158065679

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre, 5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৭ ❐ সংখ্যা ৩৭ ❐ ৩০ নভেম্বর, ২০২৩ ❐ বৃহস্পতিবার

জন বিস্ফোরণের কবলে অধুনা ভারতবর্ষ

আজ অদ্ভুত একটা ছবি চোখের সামনে কদর্যভাবে ফুটে ওঠে। যে যার চেয়ার সামলে রাখার জন্য যত রকম প্রক্রিয়া আছে কাজে লাগাচ্ছে। সাধারণ মানুষের কথা ভাবার দরকার নেই, আমার অস্তিত্ব টিকে থাক, এটাই বড় কথা। আজ সারা দেশে একটা ঘৃণ্য চক্রের জন্য মানুষের নাভিশ্বাস উঠে চলেছে। এ যেন এমনই 'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এই পৃথিবীতে আজ।' জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে আমাদের দেশ, ঠিক চীনের পরেই। ১৪০ কোটি সংখ্যাটা বাড়তে বাড়তে একটা আতঙ্কময় বিভীষিকার পথে এগিয়ে চলেছে। মানুষের সংখ্যা বাড়লে জনসংখ্যা ও খাদ্যের যোগানের ভারসাম্য নষ্ট হয়। অনিবার্যভাবেই খাদ্যাভাব,অপুষ্টি, দুর্ভিক্ষ মহামারী ইত্যাদি দেখা দেয়। দারিদ্রের কবলে পড়ে ছটফট করে মানুষ। চাকরির বাজার ভেঙে পড়ে, যাকে বলে মন্দার বাজার। বেকারের সংখ্যা বাড়ে, প্রতিযোগিতার রেষারেষি তীব্র হয়। মূল্যবোধে চিড় ধরে। সামাজিক অপরাধের মাত্রা বাড়ে। একটা আতঙ্কময় জীবন যাত্রা।

যে কোন উন্নয়নশীল দেশে অর্থনীতি ও জনসংখ্যা পরস্পরের হাত ধরাধরি করে চলে। দুজনের সঙ্গে সখ্যতা দারুণ, উৎপাদন ও বন্টন এই দুটোই অর্থনীতির প্রধান বিষয়। এই দুটোই জনসংখ্যাকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে। আজ জনসংখ্যা দুনিয়া জুড়ে মহাসমস্যা সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এই সমস্যা আরও বেশি। উন্নতশীল দেশের সমস্যা সেখানে তুলনায় অনেক কম। ভারতের পরিস্থিতি আরো অগ্নিগর্ভ। বর্তমানে ১৪০ কোটি অতিক্রম করে গেছে বোধহয়! এই হারে জনবৃদ্ধি চলতে থাকলে ভারতের অর্থনীতি বিধ্বস্ত হবে। ভারতের ঐতিহ্য সংস্কৃতির উপর নেমে আসবে অভিশাপ। জনবৃদ্ধি হওয়ায় মাথাপিছু জমির পরিমাণ ক্রমশ কমে যাচ্ছে। বায়ুতে অক্সিজেন কমছে আর কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বাড়ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে অরণ্য ধ্বংস হচ্ছে, অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে, নানা রোগে জনজীবন আক্রান্ত হচ্ছে, আর স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটছে। আর কালবিলম্ব না করে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করার জন্য জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সরকারি নিয়ন্ত্রণ কঠোরভাবে প্রয়োজন। নয়া দৃষ্টিকোণ থেকে বাস্তবমুখী নয়া অর্থনীতির রূপায়ন। রুপায়ন না করলে দেশকে দাসত্ব স্বীকার করতে হবে অন্যের কাছে।

মেহেরগড় সভ্যতা বা ভারতে প্রথম নগর সভ্যতার বিকাশ

নির্মল বিশ্বাস

গত সপ্তাহের পর...

মেহেরগড় সভ্যতা আবিষ্কার এবং আধুনিক ডেনড্রো ক্রেনোলজি নামক পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে এর সময়সীমা খ্রিস্টপূর্ব ৩,০০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১,৫০০ অব্দকেই ধরে নেওয়া হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব দিক থেকে চেলিস্তানের ১৪টি স্থান থেকে ওই সময়ে ব্যবহৃত রং করা ধূসর বর্ণের মাটির পাত্র আবিষ্কারের কারণে মনে করা হয় যে, বসতি বিস্তার সেই জায়গাতেও পৌঁছেছিল।

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে অনেক মাতৃদেবীর মূর্তি পাওয়া গিয়েছে। আবার মার্শাল ওপার্টের মতে, স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতবাসী এক সর্বোচ্চ শক্তিকে বিশ্বাস করত।

হরপ্পা সভ্যতা যে মাতৃদেবী মূর্তি সৃষ্টি করেছে তার বৈশিষ্ট্যের নারী মূর্তিগুলি দুই রূপের। কতগুলো শান্ত-সুন্দর রূপ, অন্যগুলি ভয়ঙ্কর। এই মূর্তিগুলো দাঁড়ানো। ভয়ঙ্কর রূপের মূর্তিগুলোকে জন মার্শাল ওপার্টে ভয়ঙ্কর মা কালী মূর্তির পূর্বরূপ মনে করেন। সুতরাং, সম্ভবত মা কালীর উদ্ভবও করেছে হরপ্পা সভ্যতা। শাক্ত সম্প্রদায়ের দেবীর উৎপত্তি হরপ্পা সভ্যতা থেকেই বলে মনে করা হয়।

ভারতের প্রতিটি গ্রামে, নগরে, শহরে মাতৃপূজার মন্দির বেদী আছে। তিনিই দেবী, মাতৃমূর্তি প্রকৃতির প্রতীক। সৃষ্টির প্রতীক। সন্তান পালনের ও রক্ষার প্রতীক। তিনিই শক্তি, যিনি দুষ্ট শক্তিকে ধ্বংস করে মঙ্গল প্রতিষ্ঠা করেন। হাজার হাজার বছর ধরে ভারতের পরিবারকে ধ্বংসের হাত থেকে যে শক্তি রক্ষা করেন, তিনিই মাতৃশক্তি। পাশ্চাত্য দেবী অপেক্ষা ভারতের পরিবার মাতৃশক্তি অনেক বেশি শক্তিশালী ছিল বলেই পরিবার, সমাজ ও ধর্মকেই অনেক বিরুদ্ধ শক্তির আক্রমণ সত্ত্বেও রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। কোন অজানা কাল থেকে যে মাতৃপূজা শুরু হয়েছিল তা বলা অসম্ভব। মাতৃশক্তির প্রতীক যে বহু ধরনের এবং পূজার রীতিও যে বিভিন্ন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের ভিন্ন ভিন্ন আকাঙ্ক্ষা অনুসারে মাতৃপূজা ও ভিন্ন ভিন্ন রূপও হয়েছে। বিভিন্ন যুগে মাতৃ রূপের ধারণা ভিন্ন ভিন্ন। **... সমাপ্ত**

পাঠকের চিঠি

টাকার বিনিময়ে বিক্রিত ধর্ম!

আমরা সাধারণ সনাতন ধর্মের মানুষ অক্লান্ত পরিশ্রম করে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে একটা হরিবাসর তৈরি করি। তার জন্য আমাদেরকে মানুষের দরজায় দরজায় কড়া নেড়ে মাধুকরি অর্থাৎ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করতে হয়। কঠোর পরিশ্রমের সাক্ষী থাকি আমরা সাধারণ মানুষ। ভিক্ষা করা টাকা যখন এক জায়গায় জড়ো করে, হিসাব নিকাশ করা হয়, কেমন কীর্তনীয়া আনা যায়, তখন কিন্তু সব ওলোট পালট হয়ে যায় । একটা ফোনেই কীর্তনীয়াদের আসল চরিত্র বের হয়ে যায়। একের পর এক নিজেদের দাম হাঁকাতে শুরু করে। কেউ ষাট হাজার, কেউ আশি হাজার, কেউ নব্বই, আবার কেউ এক লক্ষ টাকা। আবার তাদের ম্যানেজার আছে, ম্যানেজারের সাথে ফোনে কথা হবে। বড়ো বড়ো কীর্তনীয়াদের বড়ো বড়ো বাজেট, কিন্তু কেন? তারা প্রচুর ধর্মগ্রন্থ পড়েছে, অগাধ জ্ঞান ভান্ডার, কথায় কথায় ভগবানের কথা বলে মানুষকে বোঝায়, নিজে কাঁদে আবার মানুষকেও কাঁদায়, সত্যি আমরা সনাতন ধর্মের মানুষ হয়ে গর্ববোধ করি। এতো জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও পিছন দরজা থেকে এতো টাকার বাজেট কেন? সাধারণ মানুষের কষ্টের কথা তাঁরা কী বিন্দুমাত্র চিন্তা করবে না? অবশ্যই আপনাদের জীবন জীবিকার প্রয়োজন আছে, তাই বলে তিন ঘণ্টার জন্য এতো টাকা? ন্যূনতম পনের থেকে কুড়ি হাজার টাকা নিলে তো সব কুল বজায় থাকে। সাধারণ গরীব মানুষ যারা ভিক্ষাবৃত্তি করে হরিবাসর তৈরি করে, তারাও আরো উপকৃত হবে। আর ধর্মের নামে যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যবসা করছেন সেটাও বন্ধ হবে। গ্রামগঞ্জে দেখা যাবে হরিনাম আসর আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরাও কিছু হরিবাসরের সঙ্গে যুক্ত আছি, বড়ো বড়ো কীর্তনীয়াদের বাজেট শুনলে গায়ে ঘাম আসে, কিছু বিরক্তিও বোধ হয়। এতো শাস্ত্রজ্ঞান, এতো ভক্তি, শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও কি সব টাকার বিনিময়ে বিক্রি হচ্ছে? মোটা টাকা দিলেই বড়ো কীর্তনীয়া পাওয়া যাবে, নাহলে নয়। ধর্মও মোটা টাকার বিনিময়ে বিক্রি হচ্ছে!

মিলন কর্মকার
বৈকারা, গাইঘাটা

সার্বভৌম সমাচার
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৭০৭৬২৭১৯৫২

নেচার স্টাডি বা প্রকৃতি চর্চা

নারীবাদের উৎস সন্ধান

অজয় মজুমদার

গত সপ্তাহের পর...

চিপকো আন্দোলনের বাস্তবতা ও অর্থনৈতিক দুই পটভূমিই বিদ্যমান। এই আন্দোলনের পীঠস্থান অলকানন্দা উপত্যকা। ১৯৭০ সালে এখানে ভীষণ বন্যা হয়। সেই বন্যার ভয়াবহ ফল-পাহাড়ি মানুষদের মনে গভীর আতঙ্ক সৃষ্টি করে। সেই সঙ্গে তাদের মনে অরণ্যের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিষয়টিও তারা উপলব্ধি করেন।

বিশ্ব জনসংখ্যার অর্ধেকই যেখানে নারী এবং যাদের হাতে লালন-পালন হচ্ছে দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক, তাদেরই অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট করে দেখা হয়ে থাকে। এটা চরম সামাজিক অপরাধ। গান্ধীজি শতাব্দীর শুরুতে যা বুঝেছিলেন, আমরা তাদের সেই প্রাপ্য সম্মান এবং সমাজে তাদের প্রাপ্য মর্যাদা দিতে যে সময় নিয়েছি তার মধ্যে পেরিয়ে গেছে গোটা একটা শতাব্দী। তবুও আজও নারীদের পরিবারের সবার রান্না করা, জামা কাপড় কাঁচা, তাদের জন্য জল আনা, রান্নার জ্বালানি সংগ্রহ করা, সন্তান প্রতিপালন করা— এসবের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখা হয়। জঙ্গলে জ্বালানি কাঠ শেষ হয়ে গেলে, তাদের আরো দূরের জঙ্গলে যেতে হয়; রান্নার জ্বালানির খোঁজে। মেয়েরাই গ্রামের খাবার জল বয়ে নিয়ে আসে পরিবারের জন্য। কিন্তু রাজস্থান বা খরা প্রবণ অঞ্চলে যখন শুকিয়ে যায় তখন জলের সন্ধানে তাদের আরো দূরে যেতে হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে মহিলারাই হচ্ছে প্রকৃতির সম্পদের উৎসের ব্যবস্থাপক (Manager) । অনেক জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিশেষ করে ভারতবর্ষে পরিবেশের গুণগতমান পুনরুদ্ধারের এবং ধারাবাহিক উৎপাদনশীলতা বজায় রাখতে নারীর ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

পাবলো পিকাসো একই সময়ে আলোকিত ও সময়োচিত তার স্ত্রী, দাস, বান্ধবদের প্রতি আচরণের কারণে। পাবলো পিকাসো তাদের দেখেছেন হয় ঈশ্বরী নয়তো ঘরের দুয়ারে পড়ে থাকা পাপোষ রূপে। তবে কি কড়া নেড়ে দেখা উচিত স্প্যানিশ এই আর্ট আইকনার অন্দরমহল।

কেবল দুই ধরনেরই নারী রয়েছে— হয় ঈশ্বরী নয়তো ঘরের দুয়ারে তলাচি— পাবলো পিকাসোর এই বিখ্যাত উক্তি এখনো সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করে অনেক কিছু। এমনকি তার এগারোটি ও বেশি সম্পর্কের বেশির ভাগই একই ধরন। সে তাদের দেবী বলায় পরবর্তীতে ময়লার মতো ছুঁড়ে ফেলে। তাদের মধ্যে দুজন মেরি থেরেস ওয়াল্টার এবং জ্যাকলিন রোক পাবলো পিকাসোর মৃত্যুর পরই আত্মহত্যার পথ বেছে নেন।

সকাল সাড়ে ছ'টা ঝাউতলা রেল স্টেশন, চট্টগ্রাম। চল্লিশ-উর্ধ্ব একজন নারী স্টেশনের প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছেন বন্ধুদের অপেক্ষায়। তারা বন্ধুরা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রেলস্টেশন গুলোতে কিছু জরুরী গাছ লাগাবে। ঈদের ছুটি তারা এভাবেই উদযাপন করবে বলে ঠিক করেছে। একটু ব্যতিক্রমী আয়োজন। কোরবানি ঈদের এই সময়টাকে নারীদের গৃহকর্মে ব্যস্ততা থাকে। রসুই ঘর আর খাবার টেবিল থেকে বেরিয়ে গাছ লাগানোর মত কাজে নিজের আনন্দ খুঁজে পাওয়া নিঃসন্দেহে একটা ব্যতিক্রমী বিষয় । রেল লাইনের ধারে অনেক জায়গা পাওয়া যায় যেখানে গাছ লাগানো যায়। এই গাছগুলি বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা অনেক। সেই গাছগুলো জীব বৈচিত্র্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। প্রতি স্টেশনে একটা করে বট, হিজল, পলাশ আর ছাতিম গাছ লাগানোর চিন্তা করে। সেই নারী যিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন স্টেশনের প্লাটফর্মে তিনি লীলা ও ভূমি হচ্ছে নারী এবং নারীর মধ্যেই থাকে ভূমির মতই দুর্বোধ্য শক্তি। প্রাচীন অ্যাংলো-স্যাক্সন জাদুমন্ত্র উক্তি করে— 'হে ধরিত্রী, মানুষের মা, তুমি ঈশ্বরের আলিঙ্গনে উর্বর হও এবং মানুষের ব্যবহারের জন্য ফলে পূর্ণ হও।'

সে উপলব্ধি করেছিল যে, সে নিজে গবাদি পশু ও শষ্যের মতো উৎপাদিত হয়েছে, সে চেয়েছিল তার গোষ্ঠী অন্যান্য মানুষ উৎপাদন করুক। যারা জমির উর্বরতাকে চিরায়ত করার সঙ্গে সঙ্গে, গোষ্ঠীকে চিরায়ত করবে ও সমস্ত প্রকৃতিই তার কাছে মায়ের মত মনে হয়েছিল। সে কারণেই কৃষি শ্রমের কাজ মেয়েদের দেওয়া হতো। তার দেহ পূর্বপুরুষের আত্মাকে আহ্বান করতে সক্ষম হওয়ায়, আবাদি জমি থেকে ফল এবং শস্য ফলানোর ক্ষমতাও ছিল। উভয় ক্ষেত্রেই একটা জাদু প্রভাব ছাড়া, কোন সৃষ্টিশীল কর্মের প্রশ্ন ছিল না। এই পর্যায়ে মানুষ মাটি উৎপন্ন সংগ্রহে আর নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেনি। কিন্তু তখনও সে তার নিজের ক্ষমতার কথা জানত না। সে প্রযুক্তি ও জাদুর মাঝখানে বিভাগ দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল নিজেকে সে নিষ্ক্রিয় অনুভব করে। যে প্রকৃতি জীবন মৃত্যু নিয়ে এলোমেলো আচরণ করতো। এটা নিশ্চিত, যৌনক্রিয়ার কার্যকারিতা এবং জমিকে যে সে কৃষিতে এনেছিল তার প্রযুক্তির কার্যকারিতা সে মোটামুটি পরিষ্কার ভাবে উপলব্ধি করেছিল। তবুও শিশু এবং শস্যকে দেবতার দান বলেই মনে হতো। নারীর দেহ থেকে রহস্যময় নির্গমন গুলিকে মনে করা হতো যে, তারা জীবনের উৎসে নিহিত সম্পদগুলি এই জগতে নিয়ে আসবে। **চলবে...**

ঢাকুরিয়া কিশলয় সংঘের জগদ্ধাত্রী পুজো ও উৎসব নানা অনুষ্ঠানে সার্থক

নীরেশ ভৌমিকঃ চাঁদপাড়া ঢাকুরিয়া কিশলয় সংঘের ১১তম বর্ষের জগদ্ধাত্রী পুজো ও উৎসব বেশ জমে উঠেছে। গত মঙ্গলবার জগদ্ধাত্রী পুজো এবং ১০ দিন ব্যাপী উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বনগাঁ দক্ষিণের ভূতপূর্ব বিধায়ক সুরজিৎ কুমার বিশ্বাস, আসেন বনগাঁ পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সজল কান্তি বিশ্বাস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিৎ বিশ্বাস, চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপক দাস, উপপ্রধান বৈশাখী বর, পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা কর্মধ্যক্ষ শিক্ষক মধুসূদন সিংহ, গাইঘাটা ব্লকের সমাজকল্যান অধিকারিক বিশ্বাজিৎ ঘোষ সহ স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বিকাশ রায়, শান্তনু রায়, সুষমা মজুমদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ক্লাব সভাপতি দিলীপ দাস ও সম্পাদক দেবপ্রসাদ বালা সকলকে স্বাগত জানান। ক্লাব সদস্যগণ সকল বিশিষ্টজনদের উত্তরীয় ও পুষ্পস্তবকে বরণ করে নেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে কিশলয় সংঘের এই মহতী আয়োজনের ভূয়যী প্রশংসা করেন। পুজো ও উৎসব উপলক্ষে বসেছে জমজমাট মেলা। অপরাহ্নে থেকে এলেকার সংস্কৃতি প্রেমী মানুষজনের উপস্থিতিতে মেলা ও উৎসব প্রাঙ্গন মুখরিত হয়ে উঠছে। উদ্বোধনী দিনে অঙ্গহার ড্যান্স একাডেমীর মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠান ও পরদিন কাজল গাইন এর বাউল সংগীতানুষ্ঠান ছাড়াও ২৩ নভেম্বর সন্ধ্যায় মছলন্দপুরের ইমন মাইম সেন্টারের জমজমাট মূকাভিনয় এবং রামপুর সৃজন সংস্থার সংগীত ও লোক নৃত্যের অনুষ্ঠান সমবেত দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে। ক্লাব সম্পাদক দেবপ্রসাদ বালা জানান, অন্যান্য দিনগুলোতে উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান গুলির মধ্যে রয়েছে জি বাংলা ড্যান্স চ্যাম্পিয়ন রাজন্যা সাধুর মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠান,

গোবরডাঙার খাঁটুরা শিল্পাঞ্জলীর পুতুল নাচ, সংগীত ও নৃত্যের অনুষ্ঠান। রয়েছে পুরস্কার প্রাপ্ত কবিয়াল অসীম সরকারের কবি গান, প্রখ্যাত বাউল শিল্পী বাসুদেব রাজবংশীর বাউল সংগীতনুষ্ঠান। এসেছেন এক্কা দোক্কা সিরিয়ালখ্যাত শিল্পী রাধিকা। ৩০ নভেম্বর উৎসবের শেষ দিনে সিঙ্গার এর এক ঝাঁক শিল্পী সমন্বয়ে বিচিত্রানুষ্ঠানে বহু মানুষের সমাগম ঘটে। কিশলয় সংঘ আয়োজিত আকর্ষনীয় নানা অনুষ্ঠানকে ঘিরে এলেকার সংগীত ও সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষজনের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়।

এইডস্ প্রতিরোধে প্রচারে লোকশিল্পীগণ

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিশ্ব এইডস্ দিবস উপলক্ষে জেলা জুড়ে এইডস্ প্রতিরোধে প্রচারাভিযানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে দক্ষিন ২৪ পরগণা জেলা স্বাস্থ্য দফতর। একাজে লাগানো হয়েছে সাংস্কৃতিক কর্মী ও লোকশিল্পীদের। গত ৩০ নভেম্বর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারীকের নির্দেশে ১লা ডিসেম্বর থেকে জেলার বিভিন্ন ব্লকে শুরু হবে মারন রোগ এইডস্ প্রতিরোধে প্রচারাভিযান। শিল্পকলা, মুখাভিনয় ও কীর্তন গান ইত্যাদির মাধ্যমে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংস্থার শিল্পীগন জেলার বিভিন্ন হাসপাতাল, পৌরসভা ও বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রসহ জেলার বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় এইডস্ প্রতিরোধে প্রচারে অংশ নিচ্ছেন, ঠাকুরনগর মাইম একাডেমীর সম্পাদক বিশিষ্ট মুকাভিনেতা চন্দ্রকান্ত শিবানী জানান, মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিকের আহ্বানে তাঁরা ৪ ডিসেম্বর মহেষতলা পৌরসভা ও টি এম ব্লকে এবং

৫ ডিসেম্বর ক্যানিংএ ও হরিহরপুর এবংকালিকাপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এবং ৬ ডিসেম্বর বিষ্ণুপুরে ও জুলপিয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এলাকায় মুখাভিনয় এর মাধ্যমে সমবেত মানুষজনকে মারনরোগ এইচ আই ভি (এইডস্) রোগ প্রতিরোধ সম্পর্কে সচেতন করছেন। এইডস্ রোগ প্রতিরোধে জেলা স্বাস্থ্য দফতরের এই উদ্যোগকে জেলার সাধারন মানুষজন সাধুবাদ জানান। জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের দপ্তর সূত্রে জানা গেছে আগামী ৭ ডিসেম্বর অবধি এইডস্ রোগ প্রতিরোধে জেলা জুড়ে এই প্রচারাভিযান চলবে।

শিক্ষাব্রতী প্রয়াত সুখেন্দু দাসের স্মরণসভা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২১ নভেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী সুখেন্দু দাস (৭৪)। গোবরডাঙার প্রাচীন বাসিন্দা সুখেন্দুবাবু দত্তপুকুরের ফলদি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহনের পর জেলা ও কলকাতার বিভিন্ন পত্র পত্রিকার বিভিন্ন বিষয়ে নিয়মিত লেখা শুরু করেন।

গোবরডাঙার রেনেসাঁস ইনস্টিটিউটের সঙ্গে তাঁর ছিল আত্মিক সম্পর্ক। শিক্ষকতা ও লেখালেখি সহ সুস্থ সংস্কৃতির জগতে তাঁর ছিল নিবিড় যোগাযোগ অবসরের পর সুখেন্দুবাবু গবেষনার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। আঞ্চলিক ইতিহাস বিষয়ের উপর গবেষনার মাধ্যমে তাঁর বেশ রয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। জেলার প্রাচীন পত্রিকা কুশদহ বার্তার তিনি ছিলেন নিয়মিত লেখক। সুখেন্দুবাবুর আকস্মিক প্রয়াণে শোকস্তব্ধ গোবরডাঙাবাসী ও রেনেসাঁস কর্তৃপক্ষ তাঁর স্মরণ সভার আয়োজন করেন। গত ২৫ নভেম্বর রেনেসাঁস মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় তার স্মরণ সভা।

ব্ল্যাকমেইলের অভিযোগে ধৃত যুবক

প্রথমপাতার পর...

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত বছর ৩৩ এর যুবকের নাম বিষ্ণু দেও চৌধুরী। পশ্চিম বর্ধমানের পানাগড়ের বাসিন্দা। দুর্গাপুর স্টিল প্লান্টে কর্মরত। বনগাঁ থানা এলাকার বছর উনিশের ওই কলেজ ছাত্রীর অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শুক্রবার দুপুরে তাকে পানাগড় থেকে গ্রেফতার করে আনা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত অন্যের ছবি দিয়ে একটি ফেসবুক প্রোফাইল তৈরি করেছিল। সেই প্রোফাইলে নিজেকে সিআইএসএফ-এ চাকরিরত বলে পরিচয় দেয়। প্রথম বর্ষের ওই ছাত্রীর ডিফেন্সের চাকরির প্রতি ঝোঁক থাকায় তার ফেসবুক প্রোফাইল দেখে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠায়। প্রথমে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট গ্রহণ না করলেও পরে গ্রহণ করার পর দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব তৈরি হয়। ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি হয়। অভিযুক্ত ওই যুবতীকে মাঝেমধ্যে ভিডিও কল করতো। তার পরিবারের সঙ্গেও সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কয়েক মাস আগে অভিযুক্ত ওই যুবতীকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। এরপরে ওই যুবতীর পরিবার অভিযুক্তর পরিবারের লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে চায়। তাতেই অভিযুক্ত দুর্ব্যবহার শুরু করে ওই যুবতীর সঙ্গে। এই ঘটনার পরই যুবতী যুবকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে।

অভিযোগ, সেই আবহেই ওই অভিযুক্তর কাছে থাকা যুবতীর একাধিক নগ্ন ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করতে থাকে সে। আগস্ট মাসে ওই যুবতী বনগাঁ সাইবার ক্রাইম থানায় যুবকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। ঘটনা তদন্ত নেমে পুলিশ পানাগড় থেকে যুবককে গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে শনিবার বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মন ভরানো হাসির শর্ট ফিল্মস্, ওয়েব সিরিজ দেখার জন্য স্ক্যান করুন আমাদের এই কোডে অথবা ইউটিউবে সার্চ করুন
www.youtube.com/@monalisafilms5673
বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয়ের জন্য সত্বর যোগাযোগ করুন— ৯৭৩৩০৮৭৬২৬
মোনালিসা ফিল্মস্ বনগাঁ

খাঁটুরা পড়শীর নাট্যোৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২৫ ও ২৬ নভেম্বর গোবরডাঙার পৌর টাউন হলে অনুষ্ঠিত হয় পড়শী খাঁটুরার তৃতীয় বর্ষপূর্তি নাট্য উৎসব। ২৫ শে সন্ধ্যায় মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন করে আয়োজিত নাট্যোৎসবের সূচনা করেন গোবরডাঙার পৌর প্রধান শংকর দত্ত । ছিলেন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ও প্রখ্যাত নাট্যাভিনেতা দেবেশ রায় চৌধুরী এবং আকাশবাণীর নাট্যবিভাগের রফিউদ্দিন। পড়শীর কর্ণধার সৌমেন ভট্টাচার্য আমন্ত্রিত অতিথিদের স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। দেবেশ বাবু তাঁর বক্তব্যে নাটকের চর্চা ও প্রসারে নতুন প্রজন্মকে এগিয়ে আনার আহ্বান জানান। তবে এদিনের নাট্যোৎসবে দর্শকের অপ্রতুলতায় তিনি হতাশা ব্যক্ত করেন। দু'দিনের আয়োজিত ন্যাট্যোৎসবে মোট ৬ খানি নাটক মঞ্চস্থ হয়। শুরুতেই হালিশহর অ আ ক খ নাট্য সংস্থা পরিবেশিত মঞ্চসফল নাটক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা প্রশংসার দাবি রাখে। এদিনের দ্বিতীয় নাটক আয়োজক সংস্থা পড়শীর প্রাণপুরুষ সৌমেন ভট্টাচার্যের একক অভিনয়ে সমৃদ্ধ সকলের ভালো লাগার নাটক 'এক রুদ্র সকালে' সমবেত দর্শক মণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। এদিনের শেষ নাটক গোবরডাঙার বাবুপাড়া আত্মজ নিবেদিত দেবী দর্শকদের প্রশংসা লাভ করে। দ্বিতীয় দিনের নাটক দৃক নাট্য গোষ্ঠীর নাটক মনোজ মিত্রের পাখী অবলম্বনে ঠিকানা এবং খাঁটুরা পড়শীর নতুন নাটক অথঃ শ্রী হত কথা সমবেত দর্শক সাধারনকে মুগ্ধ করে।

ট্রাকের ধাক্কায় মৃত

প্রথমপাতার পর...

যাচ্ছিল গোপাল বিশ্বাস। চাঁদা পাঁচ মাইল এলাকায় বনগাঁর দিক থেকে আসা বালি বোঝাই ট্রাকটি তাকে ধাক্কা মার। ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। স্থানীয়দের বক্তব্য, বালি বোঝাই ট্রাকটি বেপরোয়া ভাবে যাওয়ার কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। গাড়ির চালক পলাতক। পুলিশ ঘাতক ট্রাকটি আটক করে তদন্ত শুরু করেছে।

নাম-পদবী পরিবর্তন

আমি Miltan Tikadar, পিতা- Upendra Nath Tikadar, গ্রাম- নিশ্চিন্তপুর, পোঃ- শিমুলিয়া, থানা- গোপালনগর উত্তর ২৪ পরগণার বাসিন্দা। আমার পিতার সঠিক নাম Upendra Nath Tikadar, যা আমার আধার কার্ড নম্বর- 873486849240 এবং ভোটার কার্ড নম্বর NRC1123660 নথিভুক্ত আছে। কিন্তু আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নম্বর WB-2520120155990-এ আমার পিতার নাম লেখা আছে Upendra Tikadar। ইংরাজী ৩০/১১/২০২৩ তারিখে বনগ্রাম ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট-এর ৬৪৯৭নং হলফনামা বলে Upendra Nath Tikadar ও Upendra Tikadar এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলেন।

জমি বিক্রয়

বনগাঁ থানার অন্তর্গত উত্তর কালুপুর গ্রামে পঞ্চায়েত রাস্তার পার্শ্বে ৬ ফুট রাস্তা সহ ৭ কাঠা জমি সম্পত্তি বিক্রয় হবে।
মো ঃ ৬২৯৫২৬০৮০৫

জমে উঠেছে সোনালী সংঘের উৎসব ও মেলা

নীরেশ ভৌমিক ঃ চাঁদপাড়ার সোনালী সংঘের রাস উৎসব ও মেলা এবারে ২৬ তম বর্ষে পদার্পন করেছে। গত নভেম্বর অধিবাস, নাম সংকীর্তন ও ভোগারতির মধ্য দিয়ে ১৫ দিন ব্যাপী আয়োজিত রাস উৎসব ও মেলার সূচনা হয়। উৎসব প্রাঙ্গনের মন্দিরে রাধাকৃষ্ণের পুজো পাঠ এবং প্রদর্শনী অঙ্গনে শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণের রাসলালী ও বৃদ্ধাশ্রমের মডেল প্রদর্শনী সমবেত দর্শনার্থীদের নজর কাড়ছে। উৎসব প্রাঙ্গনের সুসজ্জিত মঞ্চে প্রতিদিন সন্ধ্যে থেকে ভাগবৎ পাঠ, পদাবলী কীর্তন, কবিগান, বাউল ও লোক সংগীত। ছাড়াও পরিবেশিত হচ্ছে গীতি নাট্য, পুতুল নাচ ও ডান্স হাঙ্গামা। রয়েছে সংগীত অর্কেষ্টা ও বিচিত্রানুষ্ঠান। প্রতিদিন অপরাহ্ন থেকে গ্রামের মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে মেলা ও উৎসব প্রাণ মুখরিত হয়ে উঠছে।

উৎসব কমিটির সম্পাদক জানান,আগামী ১০ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় অন্যান্য বছরের মতো এবারও বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে এলেকার দরিদ্র মানুষজনের মধ্যে শীতবস্ত্র কম্বল প্রদান করা হবে। পরদিন মধ্যাহ্নে অনুষ্ঠিত হবে মহাপ্রসাদ বিতরন। সোনালী সংঘের ২৬তম বর্ষের রাস উৎসবকে ঘিরে বৃহত্তর চাঁদপাড়া এলেকার মানুষজনের মধ্যে বেশ উৎসাহ চোখ পড়ছে।

প্রতিশ্রুতি স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর

প্রথমপাতার পর...

আপনাদের একটি কার্ড দেবে। সেই কার্ড নিয়ে নির্ভয়ে দেশের যে কোন জায়গায় ঘুরতে যেতে পারবেন।

এই প্রসঙ্গে বনগাঁর সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর বলেন, 'ডি আই বি ,আরপিএফ মতুয়াদের হ্যারাজ করে। এই কার্ডটি হচ্ছে পরিচয় পত্র। এটা দেখালেই বোঝা যাবে, সে মতুয়া সমাজের মানুষ। এই কার্ডের বিষয়ে সমালোচনা করেছেন বনগাঁর প্রাক্তন সাংসদ মমতা ঠাকুর। তিনি বলেন, ভোটের আগে আবার ভাঁওতা দিতে চলে এসেছেন মন্ত্রীরা। এই কার্ডের মাধ্যমে শান্তনু ঠাকুরকে আবার টাকা রোজগারের ব্যবস্থা করে দেওয়া হচ্ছে।'

বিজয়া সম্মেলন ও মুক্তমঞ্চের উদ্বোধন

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২৪ নভেম্বর এক অনুষ্ঠানে গাইঘাটা ব্লক কার্যালয় অঙ্গনে ফিতে কেটে নবনির্মিত মুক্তমঞ্চ কৃষ্টির অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বনগাঁর প্রাক্তন সাংসদ মমতা ঠাকুর। মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বোলন করেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ও বর্ষিয়ান জননেতা গোবিন্দ দাস, মমতা ঠাকুর সহ উপস্থিত বিশিষ্টজন। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন মুক্তা বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন বনগাঁর এস ডি পি'ও অর্ক পাঁজা, বনগাঁ দক্ষিণের ভূতপূর্ব বিধায়ক সুরজিৎ কুমার বিশ্বাস, জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিৎ বিশ্বাস, শিপ্রা বিশ্বাস, জয়েন্ট বিডিও কার্তিক রায়, গাইঘাটা পূর্ব চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক বিদিশা দাস, সমাজ কর্মী নরোত্তম বিশ্বাস সহ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ও ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপ প্রধানগণ। শুরুতেই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাক্চি সহ উপস্থিত সমিতির সদস্যগণের সমবেত কণ্ঠে কবিগুরুর সংগীতের মধ্য দিয়ে সভা ও অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। স্বাগত ভাষণে ব্লকের নবাগত বিডিও উপস্থিত সকলকে শারদীয়া, দীপাবলী, ভ্রাতৃ দ্বিতীয়া, ছট ও জগদ্ধাত্রী পুজোর শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। ধর্মমূলক সংগীত ও কবিতা আবৃত্তি করে শোনান পঞ্চায়েত সমিতির প্রবীন কর্মাধ্যক্ষ বিষ্ণুপদ ঘোষ। শিশু শিল্পী শিঞ্জিনী মণ্ডলের কণ্ঠে ছড়ার গান উপস্থিত সকলের প্রশংসালাভ করে। ব্লকের আই ডি ও দেবাশিস দাসের কণ্ঠে কবি শম্ভু ঘোষের বাবুমশাই কবিতাটি সকলের মনোরঞ্জন করে। স্বরচিত সম্প্রীতি কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনান গোবরডাঙা পৌরসভার কাউন্সিলর রত্না দেবী। পরিশেষে কৃষ্টি মুক্তিমঞ্চের আবরণ উন্মোচন করেন বনগ্রাম মহকুমার আরক্ষা আধিকারিক অর্ক পাঁজা সহ উপস্থিত বিশিষ্টজনেরা পঞ্চায়ের সমিতির শিক্ষা সংস্কৃতি ও ক্রীড়া দফ্তরের কর্মাধ্যক্ষ শিক্ষক মধুসূদন সিং এর সঞ্চালনায় এবং নানা অনুষ্ঠান ও বহু উপস্থিতিতে এদিনের কৃষ্টি মুক্ত মঞ্চের উদ্বোধন অনুষ্ঠান সার্থকতা লাভ করে।

NAMASTE INDIA
গাড়ি ভাড়া ও ড্রাইভার পরিষেবা
এখন আপনার শহরে
বুকিং করুন ২৪ ঘন্টা আগে
পার্টটাইম ড্রাইভার চাই
বনগাঁ। হাবরা। বারাসাত। মধ্যমগ্রাম। কলকাতা
9932065503
www.nicadsc.com

নিজ কারখানায় প্রস্তুত ৩০ বৎসরের ওয়ারেন্টি যুক্ত কাঠের ফার্ণিচারের জন্য Mob. : 9733087626 মোনালিসা ফার্ণিচার

ঢাকুরিয়া সবুজ সংঘের হনুমান পুজো ও উৎসবে শীতবস্ত্র বিতরণ

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বৎসরগুলির মতো এবারও মহা সমারোহে হনুমানজীর পুজোর আয়োজন করেন চাঁদপড়ার ঢাকুরিয়া সবুজ সংঘের সদস্যগণ। গত ২১ নভেম্বর চাঁদপড়া ঠাকুরনগর সড়কে বকচরা মোড় সংলগ্ন চৌমাথায় হনুমান মন্দিরে পুজোর আয়োজন করেন সবুজ সংঘের সদস্যগণ। পাড়ার মহিলারা সকাল থেকেই পুজোর আয়োজন লেগে যান। বজরঙবলীর পুজো উপলক্ষে বহু ভক্তজনের সমাগম ঘটে। দূর দূরান্ত থেকে আসা মানুষজন ভক্তি সহকারে পুজোয় অংশগ্রহন করেন। অপরাহ্নে পুজো সম্পন্ন হলে সকলে প্রসাদ গ্রহন করেন। সন্ধ্যায় মন্দির পার্শ্বস্থ প্রাঙ্গনের অস্থায়ী আলোকজ্জ্বল মঞ্চে পরিবেশিত হয় বাউল সংগীতানুষ্ঠান। ক্লাব সদস্য সন্তোষ বিশ্বাস, রতন রায়, সুচিত্রা ব্যানার্জী, ঝুম্পা চক্রবর্তী প্রমুখের আন্তরিক উদ্যোগে সবুজ সংঘ আয়োজিত এবারের হনুমানজীর পুজো এবং সেই সঙ্গে বস্ত্রদান, মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠান সার্থকতা লাভ করে।

সম্পর্ক গড়ে

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

HALL MARK

১। আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার।
২। আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে।
৩। আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়।
৪। পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে।
৫। আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
৬। আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে।
৭। সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
৮। প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্‌ট ভাউচার।
৯। কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
১০। সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স।
১১। আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার।
১২। নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন।
১৩। জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৪। সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৫। অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন।
১৬। Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।
১৭। অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন।
১৮। দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
১৯। আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা।
২০। Website : www.newpcjewellers.com
২১। e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৪। **চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে। যোগাযোগ করতে পারেন 8967028106 নম্বরে।**
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

কবি সম্মেলন ও গুণীজন সংবর্ধনা

নীরেশ ভৌমিক ঃ ৩০ নভেম্বর গোবরডাঙার সেবা ফার্মাস সমিতির সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয় ৪৮ তম সাহিত্যসভা ও কবি সম্মেলন। জন্মমাসে কবি যতীন্দ্র মোহন বাগচির

প্রতিকৃতিতে ফুল মালা অর্পনের মধ্য দিয়ে সাহিত্য সভার সূচনা হয়। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন বর্ষিয়ান কবি অসিত দালাল। সদ্যপ্রয়াত অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক সুখেন্দু দাসের স্মরণে ১মিনিট নীরবতা পালন করেন উপস্থিত সকলে। স্বাগত ভাষণে সেবা সমিতির সম্পাদক গোবিন্দলাল মজুমদার উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে আয়োজিত সাহিত্যসভার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। বিশিষ্ট কবি যতীন্দ্র মোহন বাগচির সাহিত্য জীবনের উপর আলোকপাত করে বক্তব্য রাখেন প্রবীণ সাহিত্যিক ঋতু পর্ণ বিশ্বাস। গুনীজন সংবর্ধনায় এদিন বার্ষিয়ান কবি তপন চন্দ্র দাসের হাতে পুষ্পস্তবক মানপত্র ও স্মারক উপহারে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন সেবার সম্পাদক গোবিন্দবাবু, মানপত্র পাঠ করে তা সংবর্ধিত কবি শ্রীদাসের হাতে তুলে দেন সেবার অন্যতম সেবিকা মধুছন্দা দাস, সঞ্চালক বিশিষ্ট কবি পাঁচুগোপাল হাজরার পরিচালনায় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কবিগন স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশ নেন। ছিলেন বর্ষিয়ান সাংবাদিক সরোজ চক্রবর্তী। স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশ নেন বর্ষিয়ান কবি বিবর দত্ত, গোপাল পাত্র, স্বপন বালা, নবকুমার বিশ্বাস, কনিকা বৈরাগী, টুলু সেন লালমোহন বিশ্বাস, রাজু সরকার, বিপুল বিশ্বাস, তাপস তরফদার, প্রবীর হালদার, নবকুমার বিশ্বাস, দীপক মণ্ডল প্রমুখ। গান গেয়ে শোনান, কেয়া দেবনাথ, কবিতা আবৃত্তি করে শোনান রুমা সাহা ও সাধনা মজুমদার। বিশিষ্ট কবি ও ছড়াকার বিজয় কৃষ্ণ রায়ের স্বরচিত ছড়া উপস্থিত সকলের প্রশংসা লাভ করে। কবি বিপুল বিশ্বাসের লেখা কবিতা পাঠ করে শোনান, তাঁর শিশুকন্যা পিয়ালী বিশ্বাস ও কাকলী রায়। পাঁচু বাবু তাদেরকে কলম প্রদান করে শুভেচ্ছা জানান। সঞ্চালক কবি ও লেখক পাঁচু গোপাল হাজরার সুচারু পরিচালনায় সেবা সমিতি আয়োজিত এদিনের কবি সম্মেলন বেশ প্রানবন্ত হয়ে ওঠে।

আহ্বান নির্বাচন দফ্‌তরের

প্রথমপাতার পর...

আগামী ৩ ডিসেম্বর অবধি। প্রতি সপ্তাহে শনি ও রবিবার পালিত হচ্ছে বিশেষ কর্মসূচী।

গত ২৫ অক্টোবর বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের গাইঘাটা বিধানসভা ক্ষেত্রের ঠাকুরনগর পি,আর,ঠাকুর সরকারি মহাবিদ্যালয়ে ব্লকের বিডিও এবং নির্বাচন দফ্‌তরের ব্যবস্থাপনায় কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেমিনারে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক (ভূমি সংস্কার) দিব্যালোগানাথন, বনগাঁ মহকুমার নবাগত মহকুমা প্রশাসক উর্মি দে বিশ্বাস, গাইঘাটা বিধানসভার ই, আর ও আশিস রায়, ছিলেন গাইঘাটার নবনিযুক্ত বিডিও নীলাদ্রি সরকার, জয়েন্ট বিডিও কর্তিক রায়, ব্লকের পঞ্চায়েত আধিকারিক সৌমেন্দ্র নাথ মণ্ডল(পাও)। ব্লকের অন্যান্য আধিকারিকগণ এবং কলেজের অধ্যক্ষ স্বপন সরকার সহ অধ্যাপকগণ।

বিশিষ্ট আধিকারিকগণ সমবেত শিক্ষার্থীগণের সামনে ভারতবর্ষের গণতন্ত্র নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন এবং সেই সঙ্গে দেশের গণতন্ত্রকে আরোও শক্তিশালী করে তুলতে নতুন প্রজন্মকে এগিয়ে আসার এবং ১৮বৎসর বয়স হলেই নির্বাচক তালিকায় নাম তোলার আহ্বান জানান। এদিন গণতন্ত্র, নির্বাচন ও নির্বাচক ইত্যাদি বিষয়ের উপর কলেজের উপস্থিত ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে তাৎক্ষনিক বক্তৃতা, প্রশ্নোত্তর ও বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতা শেষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীগণের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান, উপস্থিত উচ্চ পদস্থ আধিকারিকগণ। বিষয়ের উপর বক্তব্য প্রদানর মাধ্যমে সমবেত পড়ুয়াগণকে উৎসাহিত করেন কলেজের অধ্যক্ষ স্বপন বাবু। এদিনের নির্বাচন ও গণতন্ত্র বিষয়ক আলোচনা সভায় উপস্থিত শিক্ষার্থীগণের মধ্যে বেশ উৎসাহ আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

সবিতা অ্যাড এজেন্সি

বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য যোগাযোগ করুন...

M. 9474743020

নিজ কারখানায় প্রস্তুত ১২ বৎসরের ওয়ারেন্টি যুক্ত স্টীল ফার্ণিচারের জন্য যোগাযোগ করুন— **Mob. : 9733087626**

টাইগার স্টীল ফার্ণিচার

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**